গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

স্বাপকম/চিশিজ-২/বেসমেক-২/২০০৯(অংশ-১)/২৮৪ তারিখঃ ২৪/০৮/২০১১

বিষয়: মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০১১

উপর্যুক্ত বিষয়ে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০১১ পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২৪/৮/১১
(শাহনাজ সামাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ৭১৬৯৭৩০

বিতরণঃ
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)
১। মহাপরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী,ঢাকা।
২। রেজিষ্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।
৩। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা),স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী,ঢাকা।
৪। অধ্যক্ষ,ঢাকা মেডিকেল কলেজ,ঢাকা।
৫। পরিচালক,সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন,মহাখালী,ঢাকা।
৬। উপসচিব(চিশি),স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৭। অধ্যক্ষ, হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ,ঢাকা।
৮। ডীন ও চেয়ারম্যান, ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি,বিএসএমএমইউ,ঢাকা।
১০। ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।
১১। ডীন,ব্যাসিক মেডিকেল সায়েন্স, বিএসএমএমইউ,ঢাকা।
১২। রেজিষ্ট্রার,বিএমডিসি, ২০৩, সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী,ঢাকা।
১৩। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশন, ৪৬/১,কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা(মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা(প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০১১

০১। প্রযোজ্যতা: এ নীতিমালা বাংলাদেশের সকল সরকারী/বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ হতে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে।

২.০ প্রার্থীর যোগ্যতা ঃ

২.১ আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। কেবল মাত্র সরকার কর্তৃক বিদেশীদের সংরক্ষিত আসনের জন্য বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীগণ আবেদন করতে পারবেন।

২.২ বিজ্ঞান বিভাগসহ এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ কমপক্ষে ৮.০০ হতে হবে, তবে এককভাবে কোন পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০ এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।

২.৩ পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সকল উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা দুটিতে মোট জিপিএ কমপক্ষে ৭.০০ হতে হবে। তবে একককভাবে কোন পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০ এর কম গ্রহণযোগ্য নয়।

২.৪ এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় অবশ্যই Physics, Chemistry ও Biology থাকতে হবে এবং জীব বিজ্ঞানে (Biology) ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে।

২.৫ যে শিক্ষাবর্ষের জন্য মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তার প্রারম্ভিক ইংরেজী সাল বা তৎপূর্ববর্তী ইংরেজী সালে প্রার্থীকে এইচএসসি পাশ এবং ধারাবাহিকভাবে এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই ইংরেজী সালের মধ্যে এসএসসি পাশ হতে হবে।

২.৬ মেডিকেল কলেজে ভর্তির ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখের পরে যদি কোন ছাত্র/ছাত্রী এইচএসসি এর সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবে তিনি এই শিক্ষাবর্ষে বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য যোগ্য হবে না।

২.৭ বিদেশী শিক্ষা কার্যক্রমে এসএসসি, এইচএসসি এর সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবরে ১০০০/= ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারসহ আবেদনপূর্বক তাদের মার্কস, সার্টিফিকেটসমূহ বাংলাদেশে প্রচলিত জিপিএ এর সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সমতাকরণ করে সমতা সনদ (Equivalence Certificate) সংগ্রহ করবে। "ও" লেভেল এর জন্য সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাচঁ বিষয় এবং অতিরিক্ত বিষয়ে GPA ২.০০ পয়েন্ট এর অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে GPA নির্ধারন করা হবে (সর্বোচ্চ জিপিএ ৫.০০) এর বেশি হবে না। "এ" লেভেল এর জন্য তিনটি বিষয় (Biology, Chemistry ও Physics) বিবেচনায় আনা হবে। উক্ত সনদপত্র সরকারী/বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.০ ভর্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

৩.১ এসএসসি ও এইচএসসি-তে প্রাপ্ত জিপিএ এবং ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। কোনো মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। সরকারী ও বেসরকারী সকল মেডিকেল কলেজের জন্য একই সংগে একই প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর সরকারী/বেসরকারী সকল ডেন্টাল কলেজের জন্যও একই সংগে একই প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২ লিখিত ভর্তি পরীক্ষা (এইচএসসি বা সমমানের সিলেবাস অনুযায়ী) ১০০ নম্বরের বিষয় ভিত্তিক বিভাজন নিরূপন: Physics=20, Chemistry=25, Biology=30,English=15 & General Knowledge=10

৩.৩ লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তর প্রদানের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

৩.৪ ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষণ এবং ফলাফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হবে। (SIF) ফরম এবং উত্তর পত্র "ওএমআর" (Optical Mark Reader) মেশিনে পরীক্ষা করা হবে।

৪.০ মেধা তালিকা ও প্রার্থী নির্বাচন ঃ

৪.১ সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ হতে ভর্তির ফরম বিতরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হবে। তবে কোন কলেজে সিট সংকুলান না হলে অধ্যক্ষ অন্য ভেন্যু নিতে পারবেন।

৪.২ আবনকারীকে ভর্তি ফরমে বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক কি-না তা উল্লেখ করতে হবে।

৪.৩ অনুচ্ছেদ -৩.২ অনুযায়ী প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী সকল পরীক্ষার্থীর জন্য জাতীয় মেধা তালিকা (বিশেষ কোটা যদি থাকে উল্লেখসহ) প্রকাশ করা হবে।

৪.৪ সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভতির জন্য জাতীয় মেধায় ৮০% ও অবশিষ্ট প্রার্থী থেকে জেলা কোটায় (সংশ্লিষ্ট জেলার প্রার্থীদের মেধানুসারে) ২০% প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকারী ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে জেলার কোটার স্থলে বিভাগীয় কোটা হবে। একই সাথে যুক্তিযুক্ত সংখ্যক প্রার্থীদের মেধা ভিত্তিক অপেক্ষমান তালিকাও প্রকাশ করা হবে। সংরক্ষিত আসন সমূহে ও নিজ নিজ শ্রেণীর দাবীদারদের মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। এ ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত সংখ্যক মেধাভিত্তিক অপেক্ষমান তালিকা প্রকাশ করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীর অর্জিত মেধাস্থান এবং কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হবে তা স্বয়াংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করা হবে।

৪.৫ জাতীয়ভাবে গৃহীত মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথেই বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্য হতে মেধাতালিকার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তির উপযুক্ত ঘোষিত হবে। প্রয়োজনে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কলেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকার ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্য থেকে তার কলেজে ভর্তিচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের দরখাস্ত আহবান করবেন। এ ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদন ফরমের জন্য সবোচ্চ ১০০০/= টাকা গ্রহণ করতে পারবেন।

৪.৬ বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ প্রাপ্ত সকল আবেদনের মেধা ভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করবেন। এ তালিকা হতে ভর্তির জন্য সিডিউল প্রস্তুত করবেন। এ তালিকা ও সিডিউল ব্যাপক ভাবে প্রচার করবেন এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করবেন।

৪.৭ কলেজ কর্তৃপক্ষ সিডিউল অনুযায়ী ভর্তির অগ্রগতি তালিকাসহ পরিচালক (চিশিজ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-কে দফায় দফায় তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন।

৫.০ **সার্টিফিকেট সমূহ নিরীক্ষণ ঃ**

৫.১ ভর্তির পর কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীদের এসএসসি, এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও মার্কশীট সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড দ্বারা সত্যতা যাচাই করবেন। অনুচ্ছেদ ১০ এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় সত্যতা যাচাই করা না হয়ে থাকলে বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সমমান পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং মার্কস সার্টিফিকেটসমূহ বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে যাচাই এর ব্যবস্থা কলেজ কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করতে হবে।

৬.০ **মাইগ্রেশন বা কলেজ বদলী (সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজের জন্য প্রযোজ্য):**

৬.১ ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ শেষে শূন্য আসনসমুহের বিপরীতে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের আবেদন, মেধাস্থান কলেজ পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের (অটোমাইগ্রেশন) সুযোগ দেয়া হবে। মাইগ্রেশন শেষে প্রাপ্ত শূন্য আসনসমূহ অপেক্ষমান তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুসারে পূরণ করা হবে।

৬.২ অনুচ্ছেদ ৬ (১) এ বর্ণিত নিয়ম ব্যতিত অন্যকোন ভাবে এক মেডিকেল কলেজ হইতে অন্য মেডিকেল কলেজে বদলী হওয়া বা করা যাবেনা।

৭.০ **কারিকুলাম ও ইন্টার্নশীপঃ**

৭.১ এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে BM&DC অনুমোদিত চলতি কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। কোর্স শেষে স্ব স্ব মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালে এক বছর ইন্টার্নশীপ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। ইন্টার্নশীপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ প্রত্যেক ছাত/ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তির সময় একটি অঙ্গীকার নামা অভিভাবকের প্রতিস্বাক্ষরসহ দাখিল করতে হবে।

৮.০ নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষণ, ফলাফল চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর উপর ন্যাস্ত থাকবে।

৯.০ **সংরক্ষিত আসন এবং এ আসনের জন্য প্রযোজ্য সনদপত্র ঃ**

৯.১ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য মোট আসনের ২% আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৯.২ এ ছাড়া পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ উপজাতীয় এবং তিনটি পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় কোটাভূক্ত আসনের জন্য (৯+৩)=১২ (বার) টি, এবং পার্বত্য জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী (উপজাতীয়) প্রার্থীদের জন্য ০৮ (আট) টি সহ সর্বমোট ২০ (বিশ) টি আসন সরকারী মেডিকেল কলেজের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পার্বত্য জেলার ১২টি আসনের মধ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি হতে ০৩ (তিন) টি পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী (উপজাতীয়) এবং ০১ (এক) টি অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। সরকারী ডেন্টাল কলেজের জন্য ৫টি আসন উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই আসনের মধ্যে পার্বত্য ০৩টি জেলার জন্য ০৩টি এবং পার্বত্য জেলার বাহিরে অন্যান্য উপজাতীয়দের জন্য ০২টি আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৯.৩ বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ২% আসন মোট আসনের মধ্যে সীমিত থাকবে। কোনোভাবেই মোট আসনের অতিরিক্ত হবে না।

৯.৪ পার্বত্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য জেলার ন্যায় সার্কেল চীফ এবং জেলা প্রশাসকের সনদ ও অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সার্কেল চীফ বা জেলা প্রশাসকের সনদ এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গোত্র প্রধান ও জেলা প্রশাসকের সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

৯.৫ আবেদনকারীর পিতা/মাতার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমানস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদ বা ১৯৯৭-২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ।

৯.৬ বেসরকারী মেডিকেল / ডেন্টাল কলেজের আসন সংখ্যা ৫% (তবে সর্বোচ্চ ০৫ টির বেশী নহে) সংশ্লিষ্ট কলেজের গর্ভনিং বডির জন্য সংরক্ষিত থাকবে । এদের ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাক্রম অত্যাবশ্যক হবে না। মেডিকেল /ডেন্টাল কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে গভর্নিং বডি এই আসনে ভর্তির জন্য নির্বাচন করবে।

৯.৭ বেসরকারী মেডিকেল / ডেন্টাল কলেজের জন্য ৫% আসন গরীব মেধাবী ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে । কোন বেসরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষ এই আসনের ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন ভাতাদি ও সেশন চার্জের অতিরিক্ত কোন প্রকার ফি গ্রহণ করতে পারবে না।

৯.৮ বেসরকারী মেডিকেল / ডেন্টাল কলেজে গরীব মেধাবী ছাত্র /ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ৫% আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হবে । উক্ত কমিটি বেসরকারী মেডিকেল /ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত ছাত্র/ ছাত্রীদের মধ্য থেকে গরীব মেধাবীদের নিকট হতে পৃথকভাবে দরখাস্ত আহবান করবে । আবেদনকৃত গরীব ছাত্র/ছাত্রীদের বাছাই, ভর্তির জন্য কলেজ নির্ধারন ইত্যাদি সকল কার্যক্রম এই কমিটি পরিচালনা করবে। কমিটির সুপরিশের ভিত্তিতে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট কলেজ ভর্তি করবে ।

১০.০ বিদেশী ছাত্র /ছাত্রীদের আবেদন পদ্ধতি ঃ

১০.১ দেশী বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম একই সাথে শুরুর স্বার্থে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেশীয়দের পূর্বেই জারী হওয়া বাঞ্চনীয়। বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের আবেদনপত্র, এসএসসি, এইচএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট এবং মার্কস

সার্টিফিকেট নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক (সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সত্যতা যাচাই এর পর) সত্যায়ন সহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সত্যায়িত কপির ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।

১০.২ বেসরকারী মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীগণ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট ও মার্কসীট প্রত্যয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ যে বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক আবেদনে তার নাম উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশে অবস্থিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে মহাপরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। আবেদন পত্রসমূহ পরীক্ষা নীরিক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সমতাকরণসহ ভর্তিযোগ্য প্রার্থিদের কাগজপত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করবেন। একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট দূতাবাস এবং সামগ্রিক তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন এবং ব্যাপক প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

১১.০ **ভুল বা মিথ্যা তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ**

১১.১ কলেজে ভর্তির পূর্বে বা পরে দেশী বা বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীর কারো কোন তথ্য (যা ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে) মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে তার ভর্তি বাতিল করা সহ আইন অনুযায়ী শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন প্রতিষ্ঠানেই অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত দেশী/বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

১২.০ **বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংরক্ষণঃ**

১২.১ সরকারী কলেজ সমূহে বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ১০৭ টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ আসনের মধ্যে মেডিকেল কলেজ ৫৪ টি ও ডেন্টাল কলেজ ০৩ টি সহ মোট ৫৭ টি সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য এবং মেডিকেল কলেজ ৪৫টি ও ডেন্টাল কলেজ ০৫ টি সহ মোট ৫০ টি নন-সার্কভুক্ত দেশের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

১২.২ বিদেশী ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তির যোগ্য বেসরকারী কলেজসমূহে কলেজের মোট আসনের ২৫% বিদেশী ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিদেশী ছাত্র/ ছাত্রী পাওয়া না গেলে দেশী ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা এ আসন পূরণ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে দেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা জড়িত তা প্রযোজ্য হবে। কোন অবস্থায় বিদেশী রেটে ফি সমূহ আদায় করা যাবে না।

১৩.০ **ভর্তি কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যয় ঃ**

১৩.১ যারা বিদেশী শিক্ষা কার্যক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের মার্কস সার্টিফিকেট জিপিএ-তে পরিবর্তন করে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হবে। 'ও' লেভেল এর জন্য ০৫(পাঁচ) টি বিয়য়ে (Best Five) অর্থাৎ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৫ (পাঁচ) টি বিষয় বিবেচনা করা হইবে। ঐচ্ছিক বিষয়ে অর্থাৎ ৪র্থ বিষয়ে ২.০০ পয়েন্টের অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর যোগ করা হবে। "এ" লেভেলের জন্য ০৩ (তিন)টি বিষয়ে (Biology, Chemistry & Physics) বিবেচনা করা হবে। নির্ধারিত ১০০০/- টাকা ফি প্রদান পূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে Equivalence Certificate সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত সনদপত্র সরকারী / বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৩.২ ভর্তি কার্যক্রম ও পরীক্ষা গ্রহণের বিবিধ খরচ মেটাতে এমবিবিএস/বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিটি আবেদন পত্রের মূল্য ৫২০/- (পাঁচশত বিশ) টাকা (অফেরতযোগ্য) নির্ধারিত হল। ২০/- (বিশ) টাকা ট্রেজারী চালানে সরকারী কোষাগারে জমা হবে। অবশিষ্ট টাকা হতে জনপ্রতি ২০০/- (দুইশত) টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষগণ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্য রেখে ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করবেন, যা কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন ও পরিচালনার প্রয়োজনীয় খরচাদি মেটানোর জন্য ব্যয় করা হবে। অবশিষ্ট ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন এর নিকট প্রেরণ করবেন।

১৩.৩ বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া ও Equivalence এর ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি আবেদন পত্রের সাথে Director Medical Education & HMPD, DGHS, Mohakhali, Dhaka, Bangladesh এর বরাবরে ৫০ (পঞ্চাশ) ইউএস ডলার ($ 50) অথবা বাংলাদেশী ৩,৫০০ /- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা ডি,ডি (DD) এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সমতা নির্ধারণ কমিটির সদস্যদের সম্মানী, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আপ্যায়ন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্মানী, বিদেশী চিঠি প্রেরণের ডাক মাসুল, যাতায়াত ভাতা এবং দাপ্তরিক কাজে জমাকৃত এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

১৪.০ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার অনুমোদিত একটি কমিটি থাকবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২২.০৭.২০০৩

(আক্তারী মমতাজ)
যুগ্ম-সচিব(উঃ ও চিশিজ)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।